Set Code-1

বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স
কর্পোরেট অফিস : 01973101504/07
Facebook Group: BCS CONFIDENCE. Email: bcsconfidence@hotmail.com

50th Preli. Subject Test-08 (বাংলা সাহিত্য)-এর ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান

১. **বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে কোন গোষ্ঠী থেকে?**
উত্তর : অস্ট্রিক

ব্যাখ্যা : বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে। যদিও বাঙালি একটি সংকর জাতি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিশ্রণে গঠিত, প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের প্রধান অংশ ছিল অস্ট্রিক বা অনার্যরা।

২. **'কতরূপ স্নেহকরি, দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' পঙ্‌ক্তিটি কার?** **উত্তর :** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ব্যাখ্যা : এটি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি বিখ্যাত পংক্তি। তিনি তৎকালীন সমাজের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন, যেখানে অনেকে বিদেশের জিনিসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল, যা তিনি দেশপ্রেমের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

৩. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের রচনা কাল কোনটি?**
উত্তর : ৬৫০-১২০০

ব্যাখ্যা : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচনা কাল হলো ৬৫০-১২০০। তাঁর মতে, বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগ ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চর্যাপদ এই সময়েরই নিদর্শন।

৪. **'The Indigo Planting Mirror' কোন গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ?** **উত্তর :** নীলদর্পণ

ব্যাখ্যা : 'The Indigo Planting Mirror' হল দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণ-এর ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'A Native' ছদ্মনামে করেছিলেন।

৫. **'কোন এক মাকে' কবিতাটি কার লেখা? উত্তর :** আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

ব্যাখ্যা : 'কোন এক মাকে' কবিতাটি লিখেছেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। এই কবিতাটি ভাষা আন্দোলনের শহীদ কোনো সন্তানের মায়ের কাছে পাঠানো একটি চিঠি থেকে অনুপ্রাণিত।

৬. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংকেতিক নাটক কোনটি? উত্তর :** ডাকঘর

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাংকেতিক নাটক হলো ডাকঘর। যেখানে প্রতীকী অর্থে মানুষের জীবন ও মৃত্যু এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. **দৌলত উজির বাহরাম খান কারবালার কাহিনি নিয়ে কোন গ্রন্থটি রচনা করেন?** **উত্তর :** জঙ্গনামা

ব্যাখ্যা : দৌলত উজির বাহরাম খান কারবালার কাহিনী নিয়ে 'জঙ্গনামা' রচনা করেন। এটি কারবালার শোকাবহ ও বীরত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত।

৮. **'উন্নত জীবন', 'মানব জীবন', 'মহৎ জীবন'-গ্রন্থ তিনটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : ডা. লুৎফর রহমান

ব্যাখ্যা : 'উন্নত জীবন', 'মানব জীবন' এবং 'মহৎ জীবন'-এর রচয়িতা হলেন ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। তিনি মানুষের স্বরূপ অন্বেষণ ও সামাজিক কল্যাণবোধের উপর জোর দিয়ে লেখালেখি করতেন।

৯. **'হুতোম পেঁচা' কার ছদ্মনাম?** **উত্তর :** কালীপ্রসন্ন সিংহ

ব্যাখ্যা : 'হুতোম পেঁচা' ছদ্মনামটি কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি লেখক ও সমাজসেবক ছিলেন, যিনি তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বইটির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

১০. **'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি কার লেখা? উত্তর :** জহির রায়হান

ব্যাখ্যা : 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি লিখেছেন জহির রায়হান। এটি তাঁর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প, যা তরুণ মুক্তিযোদ্ধার নোটখাতার বিবরণ নিয়ে লেখা হয়েছে।

১১. **চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন কে?**
উত্তর : ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত

ব্যাখ্যা : চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি ১৯২৭ সালে চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন।

১২. **'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।' -কবিতাংশটুকু কোন কবির রচনা?** **উত্তর :** জীবনানন্দ দাশ

ব্যাখ্যা : কবিতাংশটুকু জীবনানন্দ দাশের "হায় চিল" কবিতার অংশ।

১৩. **'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটির লেখক কে?**
উত্তর : আবু জাফর শামসুদ্দীন

ব্যাখ্যা : 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের লেখক হলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। এই ছোটগল্পটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।

১৪. **'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত'–চরণটি কে লিখেছেন?**
উত্তর : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত' চরণটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। এই চরণটি তাঁর 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের অংশ।

১৫. **'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' কার রচিত পদ?**
উত্তর : জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : এই পদটির রচয়িতা হলেন জ্ঞানদাস। এটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ, যা রাধার পূর্বরাগের একটি অংশ।

১৬. **'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি'- উক্তিটি কার?** **উত্তর :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ব্যাখ্যা : "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"—এই বিখ্যাত উক্তিটির প্রবক্তা হলেন ভাষাবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

১৭. **'বাঙালির আত্মপরিচয়' গ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ব্যাখ্যা : 'বাঙালির আত্মপরিচয়' গ্রন্থটি লিখেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যা বাঙালি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৮. **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয় কবে? উত্তর :** ১৮০১ সালে

ব্যাখ্যা : রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি ১৮০১ সালের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯. **'স্পেন বিজয়' কাব্যটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : ইসমাইল হোসেন সিরাজী

ব্যাখ্যা : 'স্পেন বিজয় কাব্য' রচনা করেছেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। এটি একটি মহাকাব্য যা তারিক বিন জিয়াদ এবং স্পেনের রাজা রডারিকের মধ্যেকার যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত।

২০. **'বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থটি কার লেখা?**
উত্তর : নীহাররঞ্জন রায়

ব্যাখ্যা : 'বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থটি লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়। এটি ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা।

২১. **'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির লেখক কে?**
উত্তর : অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ব্যাখ্যা : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির লেখক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। উপন্যাসটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং এতে তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সম্প্রদায়ের জীবন ও তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২২. **'Sultana's Dream' গ্রন্থটি কার লেখা?**
উত্তর : বেগম রোকেয়া

ব্যাখ্যা : বেগম রোকেয়া রচিত "সুলতানার স্বপ্ন" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে।

২৩. **'ভ্রান্তিবিলাস' কার রচিত অনুবাদ গ্রন্থ? উত্তর :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যাখ্যা : 'ভ্রান্তিবিলাস' হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত একটি অনুবাদ গ্রন্থ, যা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের The Comedy of Errors নাটকের বাংলা রূপান্তর। এটি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. **চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? উত্তর :** বৌদ্ধ

ব্যাখ্যা : চর্যাপদে মূলত বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া শাখার কথা বলা হয়েছে। এই পদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত এবং এতে তাঁদের দেহ সাধনার কথা উল্লেখ আছে।

২৫. **'সাত নরীর হার' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

ব্যাখ্যা : 'সাত নরীর হার' কাব্যগ্রন্থটি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) রচনা করেছেন। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা করে।

২৬. **'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' পদটিতে 'আবেশী' শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর : অতিথি

ব্যাখ্যা : আবেশী হচ্ছে যার আগমণ হচ্ছে বা যিনি আসছেন, অর্থাৎ আগত ব্যক্তি বা অতিথি।

২৭. **'প্রপঞ্চ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? উত্তর :** আবু জাফর শামসুদ্দীন

ব্যাখ্যা : 'প্রপঞ্চ' উপন্যাসটির রচয়িতা হলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত সাহিত্যিক।

২৮. **'আয়নাঘর' গ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা : আয়নাঘর (স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং আমার দেখা দ্বিতীয় স্বাধীনতা: ২০২৪) গ্রন্থটির লেখক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

২৯. **বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী? উত্তর :** অপভ্রংশ

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপভ্রংশ-এর কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। মধ্য ইন্দো-আর্য উপভাষা, যা মাগধী প্রাকৃত নামে পরিচিত ছিল, তা থেকে অপভ্রংশ ভাষার উদ্ভব হয় এবং এই অপভ্রংশই পরবর্তীতে বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে।

৩০. **'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি তার প্রথম উপন্যাস যা ১৯৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩১. **'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? উত্তর :** সুফিয়া কামাল

ব্যাখ্যা : 'সাঁঝের মায়া' হলো প্রথিতযশা কবি সুফিয়া কামালের লেখা। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর ভূমিকা লিখেছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

৩২. **নাথ সাহিত্যের আখ্যানগ্রন্থ কোনটি? উত্তর :** ময়নামতির গান

ব্যাখ্যা : নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আখ্যানগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "গোবিন্দচন্দ্র সঙ্গীত" বা "গোপীচন্দ্রের গান", "ময়নামতীর গান", এবং "গোরক্ষ বিজয়"।

৩৩. **কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি?**
উত্তর : ব্যথার দান

ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম গল্প "বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী" যা ১৯১৯ সালে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৩৪. **'মাটির দেয়াল' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** অমিয় চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : 'মাটির দেয়াল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হলেন অমিয় চক্রবর্তী. তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক, যার লেখনী বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩৫. **'মধুমালতী' কাব্যটি রচনা করেন কে?**
উত্তর : মুহম্মদ কবির

ব্যাখ্যা : 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন মুহম্মদ কবির। তিনি হিন্দি কবি মনঝনের কাব্যের অনুকরণে এই কাব্যটি রচনা করেন, যা বাংলা সাহিত্যের একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য।

৩৬. **'গঙ্গা' উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর : সমরেশ বসু

ব্যাখ্যা : 'গঙ্গা' উপন্যাসটি লিখেছেন সমরেশ বসু। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি দক্ষিণবঙ্গের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা।

৩৭. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?**
উত্তর : পুনশ্চ

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতাটি তিনি বলধা গার্ডেনের ক্যামেলিয়া ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন।

৩৮. **সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' উপন্যাসটির পটভূমি কী?**
উত্তর : তেভাগা আন্দোলন

ব্যাখ্যা : সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' উপন্যাসটির পটভূমি হলো ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন, বিশেষ করে নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের লড়াই।

৩৯. **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসটি ব্রিটিশ শাসন আমলে বাজেয়াপ্ত হয়? উত্তর :** পথের দাবী

ব্যাখ্যা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পথের দাবী' ব্রিটিশ শাসন আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সব্যসাচী ও তার সঙ্গীদের সংগ্রামের কাহিনী।

৪০. **'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাটির সম্পাদক কে ছিলেন?**
উত্তর : কাঙ্গাল হরিনাথ

ব্যাখ্যা : 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। তিনি ১৮৬৩ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন, যা প্রথমে মাসিক হিসেবে শুরু হলেও পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।

৪১. **বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ বলা হয় কোন সময়কে?**
উত্তর : ১৯০১-১৯৪০

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগ বলতে সাধারণত ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়। এই সময়কালে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাঁর প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যিকদের ওপরও ব্যাপক ছিল।

৪২. **'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' পঙ্‌ক্তিটি কোন গ্রন্থের?**
উত্তর : নূরলদীনের সারাজীবন

ব্যাখ্যা : 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' পঙ্‌ক্তিটি সৈয়দ শামসুল হকের লেখা 'নূরুলদীনের সারাজীবন' নাটকের।

৪৩. **ভাষা আন্দোলনভিত্তিক 'কবর' নাটকটি সর্বপ্রথম কোথায় মঞ্চস্থ হয়?**
উত্তর : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

ব্যাখ্যা : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক 'কবর' সর্বপ্রথম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মঞ্চস্থ হয়। এটি ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল।

৪৪. **'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

ব্যাখ্যা : প্রবোধচন্দ্রিকা লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং এই গ্রন্থটি তিনি ১৮১৩ সালে রচনা করেন, যা ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৫. **'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : 'পুতুল নাচের ইতিকথা' লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস, যা ১৯৩৬ সালে প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

৪৬. **চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? উত্তর :** মাত্রাবৃত্ত

ব্যাখ্যা : চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। আধুনিক বাংলা ছন্দের বিচারে এই পদগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত, যেখানে প্রতিটি পর্বের মাত্রা সংখ্যা সাধারণত ৪, ৫, ৬ বা ৭ হয়ে থাকে।

৪৭. **'খোয়াবনামা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ব্যাখ্যা : খোয়াবনামা বাংলাদেশী কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ উপন্যাস।

৪৮. **'চৌচির' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : আবুল ফজল

ব্যাখ্যা : 'চৌচির' লিখেছেন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ আবুল ফজল। এটি তাঁর লেখা একটি উপন্যাস, যা ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪৯. **'লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালো নয় আমার'– পঙ্‌ক্তিটি কার?**
উত্তর : হাসন রাজা

ব্যাখ্যা : এই পঙ্‌ক্তিটি মরমী কবি ও বাউল শিল্পী হাসন রাজার লেখা একটি জনপ্রিয় গান।

৫০. **'নেমেসিস' নাটকটি কার লেখা?** **উত্তর :** নূরুল মোমেন

ব্যাখ্যা : "নেমেসিস" নাটকটি লিখেছেন নুরুল মোমেন। এটি ১৯৪৪ সালে রচিত এবং ১৯৪৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত।

৫১. **নওয়াব ফয়জুন্নেসা রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর : রূপজালাল

ব্যাখ্যা : নওয়াব ফয়জুন্নেসা রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলো রূপজালাল। এটি একটি রূপকধর্মী এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যা ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি সম্ভবত কোনো মুসলিম মহিলা লেখকের প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম।

৫২. **'সবুজপত্র' পত্রিকাটির সম্পাদক কে ছিলেন?** **উত্তর :** প্রমথ চৌধুরী

ব্যাখ্যা : 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক হলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি ১৯১৪ সালে এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রচলন ও প্রসারে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

৫৩. **ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?** **উত্তর :** কুটিল

ব্যাখ্যা : বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপের (যা পূর্বী লিপি নামেও পরিচিত) বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। কুটিল লিপি থেকে পরবর্তীতে সিদ্ধমাতৃকা লিপি ও পূর্বী লিপির সৃষ্টি হয়, যা থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটে।

৫৪. **'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি কার লেখা?**
উত্তর : কামিনী রায়

ব্যাখ্যা : 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি কামিনী রায়ের লেখা। এটি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা, যা স্কুলের পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত।

৫৫. **ত্রিশ দশকের কবি নন কে?** **উত্তর :** সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ব্যাখ্যা : ত্রিশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, এবং বিষ্ণু দে। এঁরা বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা করেন এবং ব্যক্তির উপলব্ধিকে কবিতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

৫৬. **মধ্যযুগের সবচেয়ে ঠগ চরিত্র কোনটি?** **উত্তর :** মুরারিশীল

ব্যাখ্যা : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুরারিশীল চরিত্রটি একজন ঠগ বা প্রতারক হিসেবে পরিচিত। মুরারিশীল চরিত্রটি মধ্যযুগের বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে পাওয়া যায়।

৫৭. **'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' নাটকটি কার লেখা?** **উত্তর :** সেলিম আল দীন

ব্যাখ্যা : 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' নাটকটির রচয়িতা হলেন সেলিম আল দীন। এটি সত্তরের দশকে ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে এনেছিল।

৫৮. **'আমি কোন আগন্তুক নই' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?** **উত্তর :** দুহাতে দুই আদিম পাথর

ব্যাখ্যা : 'আমি কোন আগন্তুক নই' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতায় কবি তাঁর জন্মভূমির সঙ্গে গভীর একাত্মতার কথা প্রকাশ করেছেন।

৫৯. **'যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই, সেখানে কালচার নেই'-উক্তিটি কার?**
উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী

ব্যাখ্যা : 'যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই, সেখানে কালচার নেই' – এই উক্তিটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর। এই উক্তিটি তার 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধের একটি অংশ।

৬০. **'সোণে ভরিলী করুণা নাবী।**
রূপা থোই মহিকে ঠাবি॥' চর্যাপদের এ পদদ্বয়ের রচয়িতা কে?
উত্তর : কম্বলাম্বরপা

ব্যাখ্যা : এই পদদ্বয়ের রচয়িতা হলেন কম্বলাম্বর পা। এই পদগুলি চর্যাপদের অষ্টম পদ এবং দেবক্রী রাগে রচিত।

৬১. **'জয়গুণ' কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
উত্তর : সূর্যদীঘল বাড়ি

ব্যাখ্যা : জয়গুন হলেন আবু ইসহাকের বিখ্যাত উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।

৬২. **'সোনাভান' পুথটি কার রচনা?** **উত্তর :** ফকির গরীবুল্লাহ

ব্যাখ্যা : 'সোনাভান' পুথির রচয়িতা হলেন ফকির গরীবুল্লাহ । তিনি পুঁথি সাহিত্যের একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় কবি এবং 'সোনাভান' একটি যুদ্ধবিষয়ক কাব্য, যেখানে বীর হানিফা ও সোনাভানের লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৬৩. **'টিনের তলোয়ার' নাটকটি কার লেখা?** **উত্তর :** উৎপল দত্ত

ব্যাখ্যা : 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্তের লেখা। এই নাটকটি ১৯৭০ সালে রচিত হয় এবং ১৯৭১ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

৬৪. **কবি আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন?**
উত্তর : হিন্দি

ব্যাখ্যা : কবি আলাওল মালিক মুহম্মদ জয়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' থেকে 'পদ্মাবতী' বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আলাওল ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

৬৫. **'যে জলে আগুন জ্বলে' কাব্যগ্রন্থটির কবি কে?**
উত্তর : হেলাল হাফিজ

ব্যাখ্যা : 'যে জলে আগুন জ্বলে' কাব্যগ্রন্থটির কবি হলেন হেলাল হাফিজ। কাব্যগ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৬৬. **মীর মশাররফ হোসেনের নকশা ধর্মী উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর : গাজী মিয়াঁর বস্তানী

ব্যাখ্যা : মীর মশাররফ হোসেনের নকশা ধর্মী উপন্যাস হলো 'গাজী মিয়ার বস্তানী'। এটি তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস, যার প্রথম অংশ ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৬৭. **'বাঙ্গাল গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
উত্তর : গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য

ব্যাখ্যা : "বেঙ্গল গেজেট" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। তিনি ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন, যা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র।

৬৮. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড নয় কোনটি?** **উত্তর :** গজ খণ্ড

ব্যাখ্যা : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১৩টি খণ্ড হলো: জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, বস্ত্রহরণখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ।

৬৯. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে?** **উত্তর :** ১৯৩৬

ব্যাখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৯৩৬ সালের ২৯শে জুলাই সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি. লিট) ডিগ্রি প্রদান করে।

৭০. **'মাকড়সা' নাটকটি কার লেখা?** **উত্তর :** সিকান্দার আবু জাফর

ব্যাখ্যা : 'মাকড়সা' নাটকটি সিকান্দার আবু জাফর-এর লেখা। এটি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে একটি।

৭১. **'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'- কার উক্তি?**
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা : "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই উক্তিটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, যা তিনি তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

৭২. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর : রাজসিংহ

ব্যাখ্যা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হলো 'রাজসিংহ'। তিনি নিজেই তাঁর উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন যে, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর', বা 'সীতারাম' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, বরং এটিই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস যা তিনি লিখেছেন।

৭৩. **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় কত সাল থেকে?**
উত্তর : ১৮০১

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হয় ১৮০০ সাল থেকে। কিছু সমালোচক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ (১৭৬০ সাল) থেকে এর শুরু বলে মনে করলেও, সাধারণত ১৮০০ সালকেই আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই সময়েই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয় এবং তা সাহিত্যের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

৭৪. **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'– উক্তিটি কার? উত্তর :** কপালকুণ্ডলা

ব্যাখ্যা : 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'-এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলা, নবকুমারকে বলেছেন।

৭৫. **সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?**
উত্তর : ছাড়পত্র

ব্যাখ্যা : সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৭৬. **'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর : আলাউদ্দিন আল আজাদ

ব্যাখ্যা : 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসটি বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং অনেক পাঠক এটিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন।

৭৭. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর :** ১৮২০

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৭৮. **বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' পাওয়া যায় কোথায়?**
উত্তর : নেপালে

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে এই পুথি আবিষ্কার করেন।

৭৯. **'ইছামতি' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? উত্তর :** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : 'ইছামতি' উপন্যাসটির রচয়িতা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় এবং এর জন্য তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

৮০. **'তিথিডোর' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? উত্তর :** বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : "তিথিডোর" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর লেখা। এটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ১৯৪৯ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

৮১. **'খনার বচন' কী সংক্রান্ত? উত্তর :** কৃষি

ব্যাখ্যা : খনার বচন মূলত কৃষি, আবহাওয়া এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী।

৮২. **'কাজেম আল কোরেশী' কার প্রকৃত নাম? উত্তর :** কায়কোবাদ

ব্যাখ্যা : 'কাজেম আল কোরেশী' হলেন মহাকবি কায়কোবাদ-এর প্রকৃত নাম, যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি এবং 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের রচয়িতা।

৮৩. **আরাকান রাজসভার কবি কে? উত্তর :** দৌলত কাজী

ব্যাখ্যা : আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে দৌলত কাজী ও আলাওল অন্যতম। এছাড়াও মারদান কোরেশী, মাগন ঠাকুর, এবং আবদুল করীম খোন্দকার-এর মতো কবিরাও এই রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।

৮৪. **'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে? উত্তর :** মুনীর চৌধুরী

ব্যাখ্যা : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' লিখেছেন মুনীর চৌধুরী। এটি তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত নাটক, যা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।

৮৫. **'বাণভট্ট' কার ছদ্মনাম? উত্তর :** নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ব্যাখ্যা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত এর ছদ্মনাম বানভট্ট।

৮৬. **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?**
উত্তর : কাঁদো নদী কাঁদো

ব্যাখ্যা : কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস, যা চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা।

৮৭. **সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর : প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ

ব্যাখ্যা : সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত গ্রন্থটির নাম হলো "প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ"। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য তিনি এটি লিখেছিলেন।

৮৮. **বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়?**
উত্তর : রংপুরে

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৮৪৭ সালে 'বার্তাবহ' নামে চালু হয়। তবে, ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা হিসেবে ১৮৬০ সালে 'বাংলা প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৮৯. **'কল্লোল' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় কত সালে? উত্তর :** ১৯২৩

ব্যাখ্যা : কল্লোল পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ছিল এবং এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ।

৯০. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে? উত্তর :** শাহ মুহম্মদ সগীর

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি আনুমানিক ১৪-১৫ শতকের কবি ছিলেন এবং তাঁর লেখা 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যটি এই সময়ে রচিত হয়।

৯১. **দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি? উত্তর :** জামাই বারিক

ব্যাখ্যা : দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী এবং জামাই বারিক। এগুলি ছাড়াও, প্রহসন হিসেবে সধবার একাদশী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৯২. **'জোহরা' উপন্যাসটি কার লেখা? উত্তর :** মোজাম্মেল হক

ব্যাখ্যা : জোহরা উপন্যাসের রচয়িতা হলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বাঙালি কবি ও সাংবাদিক, যিনি ১৯১৭ সালে এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি রচনা করেন।

৯৩. **কোন মঙ্গলকাব্যটি সাপ নিয়ে রচিত? উত্তর :** মনসামঙ্গল

ব্যাখ্যা : সাপ নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্যটি হলো মনসামঙ্গল। এই কাব্যে সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি?**
উত্তর : মেঘনাদবধ কাব্য

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম।

৯৫. **'কাঞ্চন মালা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? উত্তর :** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ব্যাখ্যা : 'কাঞ্চন মালা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদিও শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাঞ্চনমালা' নামেও একটি বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসটি ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি একটি ঐতিহাসিক কল্পকাহিনী ছিল।

৯৬. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন? উত্তর :** বিদ্যাপতি

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির পদাবলীকে "রাজকণ্ঠের মণিমালা" বলে অভিহিত করেছেন। এটি বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভাকে অমূল্য রত্নের সঙ্গে তুলনা করে, যা রাজকণ্ঠের মতো মূল্যবান ও সুন্দর।

৯৭. **কবি আল মাহমুদের 'নোলক' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?**
উত্তর : সোনালী কাবিন

ব্যাখ্যা : 'নোলক' কবিতাটি কবি আল মাহমুদের 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটি বাঙালি ঐতিহ্য ও অলংকার 'নোলক' হারানো নিয়ে রচিত একটি রূপকধর্মী কবিতা।

৯৮. **'ইকারুসের আকাশ' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর :** শামসুর রাহমান

ব্যাখ্যা : 'ইকারুসের আকাশ' কাব্যগ্রন্থটি কবি শামসুর রাহমানের লেখা। এটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় এবং এতে গ্রিক পুরাণের ইকারুসের পৌরাণিক কাহিনীকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯৯. **'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়? উত্তর :** সৌরভ

ব্যাখ্যা : 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়?

১০০. **'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : সরদার জয়েনউদ্দীন

ব্যাখ্যা : 'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। এই উপন্যাসের কাহিনীটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কবি রহমতের স্মৃতিকথার মাধ্যমে দেশভাগ ও দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।